15

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 17 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

টিউটরের উপর শিশুদের নির্ভরশীলতা বাড়ছে

আমাদের ছেলে-মেয়েরা এখন আর বাড়িতে মা-বাবার কাছে অ আ ক খ শিখছে না। শিখছে হাউস টিউটরদের কাছে। এক সময় যা শুধু ধনাঢ্য অর্থাৎ বিত্তশালী পরিবারের মধ্যেই দেখা যেত। এখন তা বিত্তশালী পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে মধ্যবিত্ত থেকে একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবারের মধ্যেও আসন গেড়ে বসেছে। এ ব্যাপারে গভীর পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এটা শুধু অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত পরিবারগুলোতেই নয়, শিক্ষিত পরিবারেও মা-বাবা আর শিশু-সন্তানকে অ আ ক খ অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব

মাহবুব আলম

নিচ্ছে না। এ দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছে হাউস টিউটর অর্থাৎ গৃহ-শিক্ষকদের ওপর। শিশু শ্রেণী থেকেই এটা শুরু হচ্ছে। আর ছেলে-মেয়ে যত বড় হচ্ছে, ওপর ক্লাসে উঠছে, প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে টিউটরের সংখ্যাও তত বাড়ছে। এ জন্য মা-বাবাকে বিপুল বাড়তি ব্যয় করতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন জরিপ হয়নি। জরিপ হলে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চায় না। ওর বাবাও ছেলেকে নিয়ে বসে না, তাই বাধ্য হয়েই টিচার রাখতে হচ্ছে। প্রায় একই অভিমত দিয়েছেন সানবীম প্রি-ক্যাডেট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র জাপানের মা শিখা। জিগাতলার একটি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের মা মিসেস হায়দার চৌধুরীও একই কথা বলেছেন। তবে ধানমন্ডির একটি স্কুলের শিশুশ্রেণীর ছাত্র মৃদুলের বাবা শহীদুল ইসলামের মত অবশ্য ভিন্ন। তিনি বলেন, কমপিটিশনের যুগে ছেলে মেয়েলেখাপড়ার ভিতকে শক্ত করার জন্যই টিচার দরকার। টিচারের পড়ানোর পদ্ধতিটাই ভিন্ন। কারণ ওটাই ওদের পেশা।

আবার কোন কোন অভিভাবকের অভিযোগ— তারা যতটা না স্বেচ্ছায় তার চাইতেও অনেক বেশি বাধ্য হয়েই হাউস টিউটর রাখছেন। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরাই নাকি তাদের হাউস টিউটর রাখতে বাধ্য করছেন। এ সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে, যে সব ছাত্রছাত্রী তাদের স্কুলে শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়ে না তাদের প্রতি স্কুলে যত্ন নেয়া হয় না। আর যারা শিক্ষকদের কাছে পড়ে তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া হয়। এমনকি তাদের পরীক্ষায় বেশি নম্বর হস্তান্তর করেছে। ঐ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ— তারা অভিভাবকদের প্রাইভেট টিউটর রাখতে বাধ্য করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকদের নৈতিক অধঃপতন হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে শিক্ষকদের বেতন নিয়ে মাথা ঘামানো হয় না। ফলে বাঁচার তাগিদে তারা বাধ্য হয়েই বাড়তি আয়ের জন্য ও সৎভাবে উপার্জনের জন্য টিউশনির পথ বেছে নেন। আর এটা করতে গিয়ে কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদের ওপর শেষ পর্যন্ত জুলুম করে ফেলেন। তারই ফলশ্রুতিতে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। তবে সব ক্ষেত্রে যে শিক্ষকদের চাপের মুখে মা-বাবারা হাউস টিউটর রাখছেন এটা সত্য নয়। এটা আংশিক সত্য হলেও হতে পারে। কারণ, বেশ কিছু সংখ্যক অভিভাবকের ভিন্ন মতও পাওয়া গেছে। তবে ভিন্ন বক্তব্য যাই হোক— এ ব্যাপারে আসল কথা হলো কোন না কোন কারণে এখন মা- বাবারা ছেলে-মেয়েদের অ আ ক খ শিক্ষা থেকেই শিক্ষার দায়িত্ব হাউস টিউটরদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এমনকি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত মা-বাবার শিশু-সন্তানরাও এর ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা স্কুলে ছাত্র পড়ানোর পর ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে

প্রতিদিনের দৃশ্য

ছবি : বায়েজিদ আক্তার

তথ্য বেরিয়ে আসবে। তবে এ সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার বিভিন্ন স্তরের মা-বাবাদের অভিমত হচ্ছে, তারা পরিবেশগত কারণে বাধ্য হয়েই গৃহ-শিক্ষক রাখছেন। পেশায় গৃহবধূ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট রুমার দুই মেয়ে ব্যান্নী ও হ্যাপী ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের সানফ্রানসিস স্কুলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ওরা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ে। রুমার পুত্র নার্সারির ছাত্র। তার জন্যও রাখা হয়েছে পৃথক টিউটর। এ ব্যাপারে রুমার কথা হলো, 'ছেলে-মেয়েরা আমার কাছে পড়তে চায় না। কি করবো বলুন? হ্যান্নী-ব্যান্নীর বাবা একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স-এর একজন কর্মকর্তা। অফিসের পর হাতে ঢের সময় পান। এ ব্যাপারে তার বক্তব্য হলো এখনকার শিক্ষা পদ্ধতিটাই ভিন্ন। সব কিছু বদলে গেছে। তাই পড়ানোর জন্য পেশাদার শিক্ষকরাই উপযুক্ত। আমরা নই। মৈত্রী কিন্ডারগার্টেনের নার্সারির ছাত্র অভিকের মা একজন আইনজীবী। তিনি বলেন, 'ছেলে আমার কাছে একেবারেই পড়তে পাইয়ে দিতেও চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ আছে। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আরও এক ধরনের অভিযোগ আছে, তাহলো যে সব ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট পড়ে না বা যাদের গৃহশিক্ষক নেই তাদের শিক্ষকরা ধরেই নেন তারা হলো গরিব মানুষের ছেলেমেয়ে। তাদের প্রতি বেশি মনোযোগের দরকার নেই। কারণ, তারা পড়বেই-বা কতদূর। এছাড়া আর এক শ্রেণীর শিক্ষক আছেন যারা মনে করেন ছাত্রছাত্রীরা গৃহশিক্ষকের কাছে পড়লে তাদের জন্য বেশি শ্রম ও মেধা ব্যয় করতে হয় না। এ জন্য এ শ্রেণীর শিক্ষকও গৃহ-শিক্ষকতাকে উৎসাহিত করেন। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। এ অভিযোগের অনুসন্ধান জরুরী। জরুরী শুধু মাত্র অভিভাবকদের বাড়তি ব্যয় থেকে রক্ষার জন্যই নয়, জরুরী শিক্ষক সমাজের নৈতিক অধঃপতন রোধের জন্য এবং সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য। সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে পুলিশ ৬০ জন শিক্ষককে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে গিয়ে প্রাইভেট টিউশনি করছে অথবা কোচিং সেন্টার খুলে ছাত্র পড়াচ্ছে কিন্তু নিজ সন্তানদের বেলায় এ দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন অপর শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীদের হাতে। বর্তমানে টিউটরদের বেতন ন্যূনতম তিন 'শ/চার শ' টাকা। ওপরে দেড়-দু' হাজার টাকা পর্যন্ত।

মা-বাবা যারা পারেন তারা নিজেরাই ছেলে-মেয়েদের অ অ ক খ শেখানো থেকে শুরু করে যতদূর সম্ভব পড়ানোর দায়িত্ব না নিয়ে হাউস টিউটরদের দিয়ে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ফলে একদিকে যেমন বাড়তি ব্যয় হচ্ছে, অন্যদিকে ছেলেমেয়েরা জীবনের শুরু থেকেই পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এ ছাড়া শিশুদের ওপর নানান মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ারও আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। তা ছাড়া যারা টিউশনি করেন তারা সবাই দক্ষ ও যোগ্য নিষ্ঠাবান এমনটি নয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা দায়সারা গোছের দায়িত্ব পালন করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল শিক্ষা দেয়ারও অভিযোগ আছে। শিশুদের বুনিয়াদী শিক্ষায় যদি ভুল হয় তা রীতিমতো বিপজ্জনক।